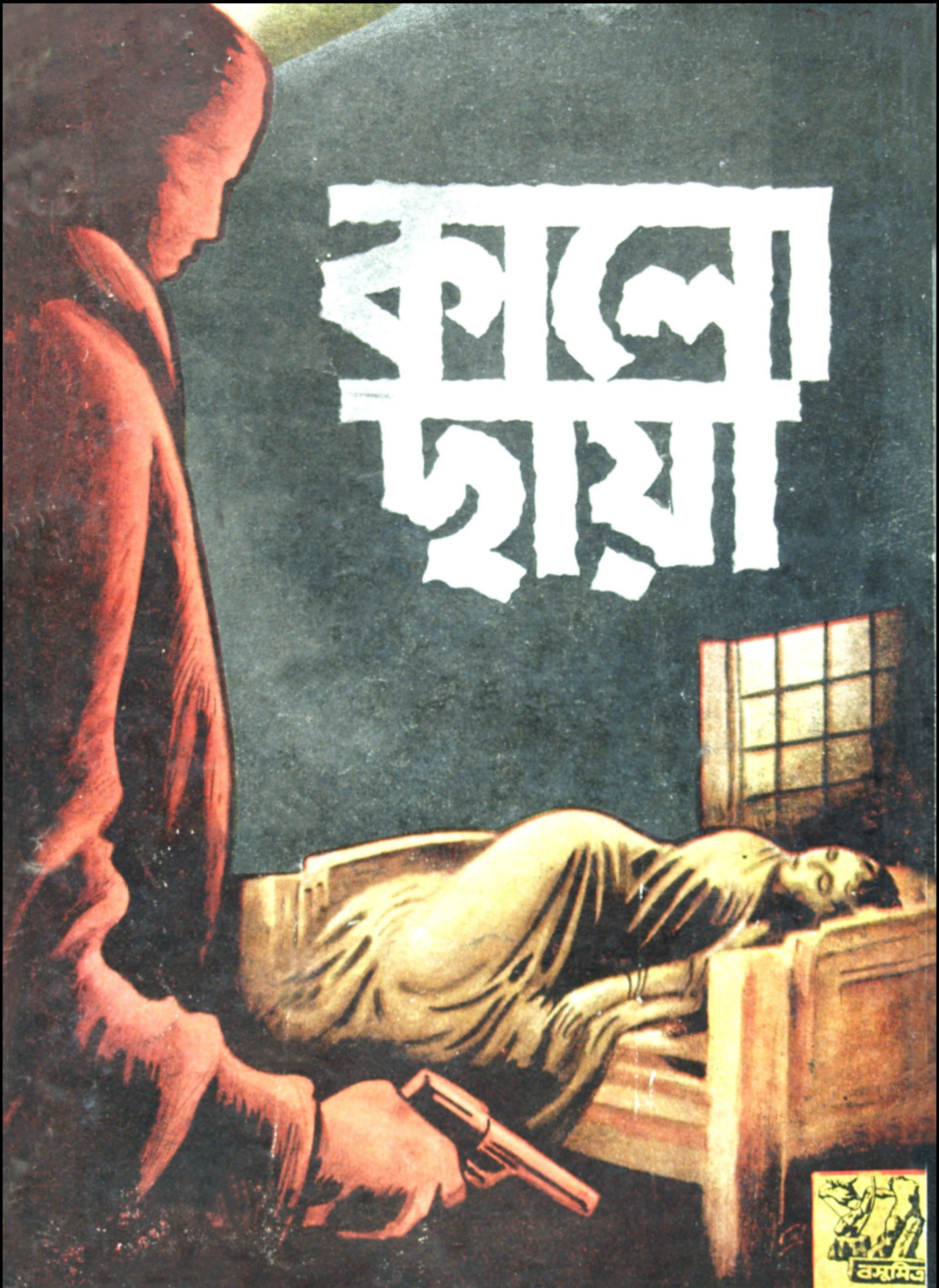
কালো
ছায়া

অনিমা চরিত্রে - শিপ্রা দেবী

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায়

বসুমিত্রের

কালো ছায়া

রচনা ও পরিচালনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

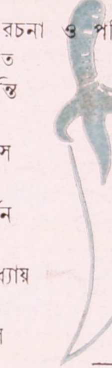

আবহ-সঙ্গীত
অমিয়কান্তি

চিত্রগ্রহণ
বিভূতি দাস

শিল্পনির্দেশ
নির্মল বর্মন

সম্পাদনা
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তুতি
ইস্টার্ণ স্টুডিওস

সহকারী-পরিচালক
অমলকুমার বসু

শব্দগ্রহণ
পরিতোষ বসু

রসায়নাগার
জগৎ রায়চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রচার
দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

—ভূমিকায়—

শিপ্রা দেবী, শিশির মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, রায়সাহেব নৃপেন্দ্রগোপাল মুরারী মুখোপাধ্যায়, ননী মজুমদার, ক্ষিতীশ নাগ প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক : গোল্ডেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

গোয়েন্দা সুরজিত রায়ের ড্যালহৌসি স্কোয়ারের দপ্তরে সেদিন এক আশ্চর্য তরুণী এল আশ্চর্যতর এক প্রস্তাব নিয়ে। মুর্শিদাবাদের কোন এক সুখচর গ্রামে গিয়ে একটি বিশেষ দলিল চুরি করবার জন্য তরুণীটি সুরজিত রায়কে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে নিয়োগ করতে চাইল। গোয়েন্দাদের কাজ যে চুরি ধরা, চুরি করা নয় সেটা জানিয়ে সুরজিত তরুণীটিকে বলল, 'আপনি বড় ভুল ঠিকানায় এসেছেন, এটা ডিটেক্‌টিভ্‌ এজেন্সি, দাগী চোরদের কোঅপারেটিভ সিণ্ডিকেট নয়।' এই ছোট ঘটনার যবনিকা হয়ত এখানেই পড়ত কিন্তু তরুণীটি চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুর্শিদাবাদের সুখচর গ্রামের জমিদার রাজীবলোচন চৌধুরীর কাছ থেকে জরুরী প্রিপ্রেড টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রামের মর্ম হল রাজীবলোচন চৌধুরীর জীবন বিপন্ন; উপযুক্ত ফি পেলে মাস কয়েক সুরজিত সুখচরে গিয়ে তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকতে রাজী কিনা? মুর্শিদাবাদের অজ্ঞাত অখ্যাত সুখচর গ্রাম হঠাৎ সুরজিতের মনে রহস্যময় হয়ে উঠল।

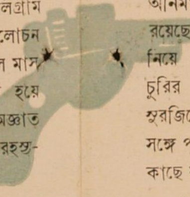

রাজীবলোচনকে পাহারা দেবার কাজ নিয়ে যখন সুরজিত সুখচরে পৌঁছল তখন পাহারা দেবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সরকারের সঙ্গে এসে বাড়িতে পদার্পণ করবার কিছুক্ষণ আগেই অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিতে হত রাজীবলোচনকে তাঁ ঘরে পাওয়া গেল। বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে একে একে সুরজিতের সঙ্গে পরিচয় হল ডাক্তার, দীননাথবাবু, নার্স অনিমা ও চীনে রাঁধুনীর। আর বাড়ির সরকার মশাইয়ের সঙ্গে তার আগেই পরিচয় হয়েছে। সুরজিতকে সঙ্গে করে আনতে রাজীববাবু তাকেই কলকাতা পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তার নিঃসঙ্গ পুরুষ। কি কারণে এত অল্প মাইনেতে পাণ্ডববর্জিত এই গাঁয়ে সে রাজীবলোচনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হয়ে রয়েছে বোঝা দুষ্কর। তার স্বভাব কুটিলপ্রকৃতির, চালচলনও সিধে নয়। অনেক কিছুই যে সে চেপে গেল সুরজিতের বুঝতে অসুবিধা হল না।

দীননাথবাবু রাজীবলোচনের বড় ভাই। এখন অথর্ব, সর্বাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হলেও যৌবন তার কেটেছে অত্যাচারে, ভোগে এবং উচ্ছৃঙ্খলতায়। তার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পীতাম্বর নিরুদ্দেশ হওয়াতে তাদেব পিতা সমস্ত সম্পত্তি রাজীবলোচনকে দিয়ে গেছেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থাভাব মেটাবার চেষ্টায় দীননাথবাবু জালজুয়াচুরি অনেক অন্যায় কাজই করেছেন। এমন কি রাজীবলোচন সেজে ঠকিয়ে টাকা ধার করা পর্যন্ত। বৃদ্ধ নখদন্তহীন হয়ে সপ্তাহখানেক আগে কিঞ্চিৎ মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য ছোট ভাইয়ের কাছে দরবার করতে তিনি এসেছিলেন।

ইদানীং রাজীবলোচনের শক্ত অসুখ হওয়ায় অনিমা নার্স হিসাবে এখানে এসে মাসকয়েক রয়েছে এবং আজকালের মধ্যেই পাওনা মিটিয়ে নিয়ে তার চলে যাবার কথা ছিল। দলিল চুরির প্রস্তাব নিয়ে এই অনিমাই কলকাতায় সুরজিতের সঙ্গে দেখা করেছিল। অনিমার সঙ্গে পূর্ব সাক্ষাতের কথা সুরজিত আর সকলের কাছে ফাঁস করল না।

চীনে রাঁধুনী রাজীবলোচন চৌধুরীর খেয়ালী সৌখীনতার একটি নিদর্শন। চীনে ছাড়া অন্য কোন ভাষাও সে বলতে পারে না। অবিবাহিত রাজীববাবুর কাছে সে অনেক বছর ধরে রয়েছে।

পুলিশকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে রাজীববাবুর ঘর তালা দিয়ে সুরজিত পুলিশের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল। থানা অনেকদূর, খবর পেয়ে পুলিশের আসতে সময় লাগবে অনেক কিন্তু তবু পুলিশ না আশা পর্যন্ত ঘরের কোন জিনিষপত্র স্পর্শ করতে সকলকে বারণ করল সুরজিত।

সেই রাত্রেই ঘটল আরেকটি ঘটনা। কার পায়ের শব্দে সুরজিতের সজাগ ঘুম ভেঙ্গে গেল। শব্দের অনুসরণ করে সে ঢুকল রাজীববাবুর ঘরে—যেখানে লাশ পড়ে রয়েছে। চোখের সামনে সুরজিত দেখল রাজীবলোচনের সিন্দুক থেকে উইল চুরি। কে এই উইল চোর, কি এর স্বার্থ, রাজীবলোচনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কি এরই কাজ?

কিন্তু রহস্য আরো ঘোরালো হয়ে উঠল যখন সেই উইল চোরের উপর বাটপাড়ি করল এক ছায়ামূর্তি—যাকে ধরা ছোঁওয়া যায় কিন্তু ধরে রাখা যায় না, বন্ধ ঘর, বারান্দার কোন থেকে যে কর্পূরের মত উবে যায়। এ ছায়ামূর্তি কে? ডাক্তার সরকার, চীনে রাঁধুনী, নার্স অনিমা না পক্ষাঘাতে পঙ্গু দীননাথ? না এরা ছাড়াও নবাবী আমলের এই পুরাতন বাড়ির আনাচে কানাচে দেওয়ালের ভিতর আর কারো আনাগোনা আছে? যার হাতে আছে অনলবর্ষী পিস্তল, রাজীবলোচনের বুকে যে আমূল ছুরি বসিয়েছে, প্রৌঢ় সরকারকে গলা টিপে খুন-করেও যার শান্তি হয় না—তাকে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে যায়। কে এই কালোছায়া?

স্বার্থান্বেষী শয়তানরূপী কোন মানুষ না গারদ-ভাঙ্গা কোন উন্মাদ? না মানুষের ধরাছোঁওয়ার বাইরে কোন অতৃপ্ত দুরাত্মা? না যুগসঞ্চিত সুখচরের চৌধুরী পরিবারের উপর কোন অভিশাপ?

সহুরে গোয়েন্দা সুরজিৎ রায় কি তার উত্তর দিতে পারবে?

একথারও উত্তর পাওয়া যাবে ক্রমশঃ, রীলের পর রীলে 'কালোছায়া' ছবির কাহিনীর রহস্য যখন জট পাকিয়ে পাকিয়ে কৌতূহল দুর্বার করে তুলবে, তখন সুরজিত রায়ের মত চোখাবুদ্ধি এবং রোখা মেজাজ যদি আপনার হয় তাহলে নিশ্চয়ই এ রহস্যের ইতস্তত সূত্র আপনারও চোখ খুলে দেবে। নইলে শেষপর্যন্ত সব সুরজিত রায়ের মুখ থেকে শোনবার জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

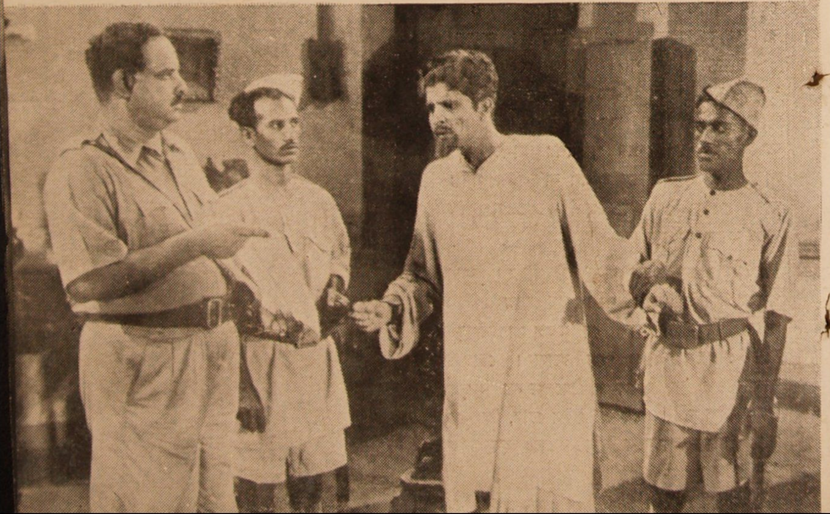

রাজীবলোচন ও দীননাথ চরিত্রে
ধীরাজ ভট্টাচার্য

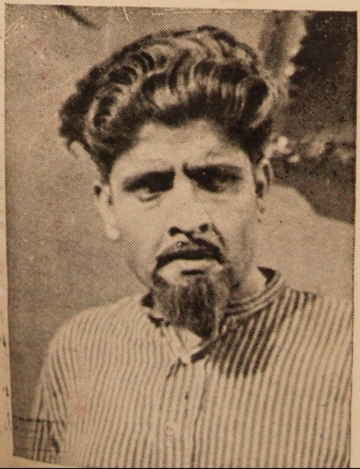

ডাক্তার চরিত্রে
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বসুমিত্র

নিউ হাফটোন লিমিটেড, ১, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।